দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ১৯ MAY 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

জেএসসি পরীক্ষা নিয়ে বাণিজ্য

অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ

■ নিজামুল হক

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা নিয়ে চলছে রমরমা বাণিজ্য। অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে এ খাতে কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। হাজার হাজার অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। আর এ সুযোগে অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। ফলে বিপাকে পড়েছে অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো।

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে প্রতি শিক্ষার্থীকে ১৫০ টাকা ফি দিতে হবে। ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাসুদা বেগম জানান, ঢাকা শিক্ষাবোর্ড সরাসরি অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নিতে পারে না। এ জন্য অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীদের অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ⇨ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৫

জেএসসি পরীক্ষা নিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। কিন্তু একশ্রেণীর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জন শুরু করেছে। তারা ভর্তি ফি, সেশন ফি, রেজিস্ট্রেশনসহ অন্যান্য ফি'র অজুহাতে ১ হাজার থেকে ১৫শ' টাকা করে দাবি করছে।

সম্প্রতি ঢাকা শিক্ষাবোর্ড ও আন্তঃবোর্ড সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনের কাছে বাংলাদেশ প্রাইভেট স্কুল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন রামপুরার ডিআইটি ল্যাবরেটরী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সোসাইটির মহাসচিব এসএম শাহাদাৎ হোসেন।

অভিযোগপত্রে বলা হয়, পাশের বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়াতে তাদের পুনরায় ওইসব স্কুলে ভর্তি করানোর দাবি উঠছে। এতে পুনরায় ভর্তি ফি, সেশন ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি, ইত্যাদি বাবদ ছাত্রপ্রতি ১ থেকে দেড় হাজার টাকা প্রদান করতে হচ্ছে। দুই স্কুলে ভর্তি ফি দিয়ে লেখাপড়া করা অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষেই অসম্ভব। যে সব স্কুল এটা করছে না, তারা আবার প্রতি শিক্ষার্থীর মাসিক যে বেতন নিচ্ছে অননুমোদিত বিদ্যালয়গুলো সেই বেতনের অর্ধেক দাবি করছে যা অননুমোদিত বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী উভয়ের উপর অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলছে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার জন্য অননুমোদিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পুনরায় অনুমোদিত বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পোশাক তৈরি ও সাময়িক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যা অর্থনৈতিক বোঝা সৃষ্টি করছে।

ঢাকা বোর্ডের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, তারা অননুমোদিত স্কুলের তালিকা প্রণয়ন শুরু করেছেন। এ কাজ শেষ হবে ২৫ মে তারিখের মধ্যে। এদিকে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, অননুমোদিত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বসাতে ফরম পূরণ ফি ১৫ ভাগ বেশি নেয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত দেশে বর্তমানে প্রায় ১২ হাজারের বেশি অননুমোদিত কিন্ডারগার্টেন স্কুল, ক্যাডেট স্কুল-মাদ্রাসা ও জুনিয়র স্কুল রয়েছে।

পরীক্ষা নভেম্বরে, পরীক্ষার্থী ২০ লাখ

এবারের জেএসসি পরীক্ষায় ২০লাখ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। আগামী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১ নভেম্বর। ২০ জুন রেজিস্ট্রেশনের আবেদন ফরম বিতরণ ও কেন্দ্র নির্বাচন শুরু হবে। বিদ্যালয়গুলোর কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন ফরম গ্রহণ শুরু হবে বিলম্ব ফি ছাড়া ৫ জুলাই এবং বিলম্ব ফিসহ ১৩ জুলাই পর্যন্ত। আর পরীক্ষার প্রবেশপত্র বিতরণ করা হবে ১০ থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত। প্রয়োজনে প্রবেশপত্র সংশোধন কার্যক্রম শুরু হবে ২১ অক্টোবর, যা চলবে পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত। আর ১ থেকে ২০ অক্টোবরের মধ্যে জেলা পর্যায়ে পৌঁছে যাবে প্রশ্নপত্র। রোজার আগেই বিতরণ করা হবে উত্তরপত্র।